ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১২৫

আগরতলা,৮ অক্টোবর,২০২৫

বিহার বিধানসভা নির্বাচন : আদর্শ আচরণবিধি জারি

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct- MCC) কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ECI)।

ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) ৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিহার বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

এই ঘোষণার সাথে সাথে কমিশন বিহার রাজ্যের মুখ্য সচিব ও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে যে, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি (MCC) অবিলম্বে রাজ্যে কার্যকর হবে। বিহার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র বা নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের উপরও প্রযোজ্য হবে।

সরকারি, জনসাধারণের ও বেসরকারি সম্পত্তি থেকে অবাঞ্ছিত প্রচারচিহ্ন অপসারণ; কোনো রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির সরকারি গাড়ি বা সরকারি বাসস্থান অপব্যবহার; এবং সরকারি অর্থে বিজ্ঞাপন প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা- এই বিষয়গুলিতে কঠোরভাবে নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য কমিশন নির্দেশ দিয়েছে।

নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে—কোনো ব্যক্তিগত আবাসনের সামনে মিছিল, বিক্ষোভ বা পিকেটিং করা যাবে না। মালিকের সম্মতি ব্যতীত জমি, ভবন বা প্রাচীর পতাকা, ব্যানার বা পোস্টারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

একটি অভিযোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৫০ নম্বর হেল্পলাইন (কল সেন্টার) চালু রয়েছে, যেখানে সাধারণ নাগরিক বা রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডি.ই.ও.) বা রিটার্নিং অফিসার (আর.ও.)-এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। এই ব্যবস্থা দিবারাত্র চালু থাকবে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলো ই.সি.আই.নেট-এ **উপলব্ধ** সি.-ভিজিল **অ্যাপ** ব্যবহার করেও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে পারেন। রাজ্যজুড়ে ৮২৪টি ফ্লাইং স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

রাজনৈতিক দলগুলোকে সভা বা মিছিলের পূর্বেই পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে হবে, যাতে যানবাহন চলাচল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া যায়, নিষেধাজ্ঞাজনিত আদেশ মেনে চলা যায় এবং লাউডস্পিকার বা অন্যান্য সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রিম অনুমতি নেওয়া যায়।

কোনো মন্ত্রী তাঁদের সরকারি দায়িত্বকে নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে মেলাতে পারবেন না এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে সরকারি যন্ত্রপাতি, পরিবহন বা কর্মী ব্যবহার করতে পারবেন না।

কমিশন আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, নির্বাচনের কার্যসম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্থানান্তর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

২-এর পাতায়

সকল পর্যায়ের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা নিরপেক্ষভাবে আচরণবিধি পালন করেন, সকল দলকে সমানভাবে আচরণ করেন এবং সরকারি সুবিধার অপব্যবহার রোধ করেন। তাঁদের সভা, মিছিল ও ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা ন্যায্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ময়দান ও হেলিপ্যাডের মতো জনসাধারণের স্থানসমূহ সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সমানভাবে প্রাপ্য হবে। ECINET-এ **SUVIDHA মডিউল** চালু করা হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো এমন জনস্থান ব্যবহারের জন্য আবেদন করতে পারবে, যা ‘‘আগে আসলে আগে পাওয়া’’ ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****